**ATMADEEP**
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)**
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 681-689
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.258**

# উন্নয়ন ও স্থানচ্যুতি: একটি পর্যালোচনা

**রাজেশ মন্ডল**, *গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.01.2026; Accepted: 13.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

This study aims to offer a critical and analytical viewpoint on the issue of resettlement, development-induced displacement, and its multifaceted effects. Large dams, industrial zones, mining, roads, urbanization, and other development projects cause rural and indigenous groups to relocate from their ancestral homelands and means of subsistence, causing profound social, economic, and cultural disruption. The study examines the reasons behind displacement brought on by development, how displaced people's lives change both before and after eviction, and the strengths and weaknesses of resettlement initiatives. It specifically addresses problems like land loss, shifting livelihoods, poverty brought on by debt and uncertainty, social network disintegration and the deterioration of cultural identity and spatial memory. Using a qualitative methodology, the study highlights the necessity of development justice, sustainable resettlement, and a human rights-based policy framework while synthesizing data from research journals, policy documents, secondary literatur. In this approach, it suggests that development be rethought as a fair and inclusive process of change rather than only as economic growth.

**Keywords**: Development, Displacement, Resettlement, Rehabilitation, Compensation

একটি জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগকে প্রসারিত করতে প্রতিটি দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ করে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ভারী শিল্প স্থাপন, বৃহদাকার জলাধার নির্মাণ, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, রেল ও সড়কপথ নির্মাণ, খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের জন্য খনি খনন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষ যখন উন্নয়নের পরিকল্পনা করে, তখন তারা এমন প্রকল্পগুলি সম্পর্কে চিন্তা করে যা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এগুলি সরকার বা বেসরকারি সংস্থাগুলি দ্বারা পরিচালিত ছোট প্রকল্প বা বড় প্রকল্পও হতে পারে। ভাল উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সেই প্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত স্তরের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কথা মাথায় রাখা হয় এবং যখন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়, তখন ক্ষতি এড়ানোর কৌশলগুলি অনুসন্ধান করা হয়। এইরূপ প্রকল্প পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্থানীয় জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রা ও সুযোগ-সুবিধার সরাসরি উন্নতি ঘটানোর দিকে মনোনিবেশ করে। তাই উন্নয়নের এই পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন বলা হয়। অপরদিকে, অনেক উন্নয়ন কর্মসূচী রয়েছে যেগুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়, কারণ তারা স্থানীয় জনগণের চিন্তাধারা এবং সমস্যাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে প্রাকৃতিক সম্পদের

অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় বা স্থানীয় লোকেদের তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। এগুলি সাধারণত সেইসব প্রকল্প যেখানে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হয় না এবং তাদের সমস্যাগুলি সমাধান করার পরিবর্তে, তারা প্রায়শই নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই প্রকল্পগুলি অনেকসময় দরিদ্র লোকদের জন্য খুব বেশি সুবিধাজনক বা ফলপ্রসূ হয়না, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধনী এবং শক্তিশালী শ্রেণির মানুষ উপকৃত হয়। এই উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যখন কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তিরা তাদের ঘর-বাড়ি, কৃষিজমি, আবাসস্থল ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয় তখন সেই ধরনের স্থানচ্যুতির ঘটনাকে উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতি বলা হয়। স্থানচ্যুতি এবং পুনঃস্থাপন শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশের সমস্যা নয়, বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতেও এই সমস্যা বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, এটি অনুমান করা হয় জার্মানিতে বিংশ শতাব্দীর সময় লিগনাইট খনির ফলে ৩০ হাজার থেকে ১ লক্ষ মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছিলেন। তবে এই সমস্যা ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হয় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে।[১]

## উন্নয়ন ও স্থানচ্যুতি সম্পর্কে ধারণা:

উন্নয়ন হল একদিকে মানুষের চাহিদা এবং অন্যদিকে সামাজিক পরিকল্পনা ও প্রকল্পগুলির মধ্যে আরও ভাল পরিবর্তন অর্জনের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের একটি পদ্ধতি, যা অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে সমাজের মানুষের উন্নত জীবনযাত্রায় রূপান্তরিত করে। এটি সমাজে প্রচলিত দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, বৈষম্য, অযৌক্তিকতা এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর লক্ষ্য কেবল দুর্বল, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের উত্থানই নয়, সমস্ত নাগরিকের জীবনযাত্রার মানও উন্নত করা। উন্নয়ন হল সামাজিক পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া এবং শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট ফলাফলের জন্য পরিকল্পিত নীতিগুলির ব্যবস্থা নয়। উন্নয়ন অনেকগুলি বিষয় দ্বারা পরিচালিত হয়, যা উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার ফলাফলকে প্রভাবিত করে। উন্নয়ন মানব সমাজের শৃঙ্খলার অগ্রগতির সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। বাঁধ, বাণিজ্যিক উদ্যোগ, রাস্তা, সেচ ব্যবস্থা, পাইপলাইন এবং পরিবহন ব্যবস্থার মতো উন্নয়নমূলক কাজগুলি কৃষি ও শিল্পের বিকাশ উভয়কেই সমর্থন করে, যার ফলে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় উভয়ই বৃদ্ধি পায়। তবে, পরিকাঠামো ও বাণিজ্যিক উদ্যোগের উন্নয়নের ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ স্থানচ্যুত হয়।[২]

অপরদিকে স্থানচ্যুতি একটি বহুমাত্রিক ঘটনা যা মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করে। বছরের পর বছর ধরে স্থানচ্যুতি মানুষকে প্রভাবিত করেছে, তবে এর প্রভাব আজকের মতো বিপর্যয়কর কখনও হয়নি। স্থানচ্যুতি হল প্রতিষ্ঠিত মানবসমাজ, স্থায়ী সামাজিক সংগঠন, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সামাজিক পরিষেবাগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্নতার একটি প্রক্রিয়া। বর্তমানে, এটি শিক্ষাবিদ, সামাজিক কর্মী এবং পরিকল্পনাবিদদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। শহরাঞ্চলে মানুষের স্থানচ্যুতি তাদের কৃষিজমি এবং পৈতৃক বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করে। অর্থনীতির উদারীকরণ, দ্রুত বেড়ে ওঠা শহরগুলিতে পরিকাঠামোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন অংশীদারিত্ব মানুষের জীবিকা নির্বাহের ঐতিহ্যগত উৎসগুলিকে সংকটের মুখে ফেলেছে। নগরায়ণ ও নগর উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতির তীব্রতা শিল্প বা পরিকাঠামোগত প্রকল্প স্থাপনের ফলে সৃষ্ট অনিচ্ছাকৃত স্থানচ্যুতি (Involuntary Displacement) -এর চেয়ে অনেক বেশি।[৩] বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে স্থানচ্যুতির প্রক্রিয়ার জনগণের বিশাল অংশ দারিদ্র্যতা এবং বঞ্চনার শিকার হয়েছিল। এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলি একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়। স্থানচ্যুতি এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষ বা ব্যক্তিকে তাদের আত্মীয়-স্বজন, বিষয় সম্পত্তি এবং পাড়া-প্রতিবেশী থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাছাড়া

এই নির্মম প্রক্রিয়া মানুষকে তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। প্রতিটি মানুষ তার পূর্বপুরুষের যোগসূত্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। স্থানচ্যুতির মাধ্যমে এসব সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মানুষ বা ব্যক্তি নিঃসঙ্গ ও অসহায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়ে পড়ে।

স্থানচ্যুতি একটি বহুমাত্রিক ঘটনা যার মধ্যে অবস্থানগত পরিবর্তন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতিগুলির মধ্যে একটি। তবে, এটি কেবল নিজেকে অবস্থানগত স্থানান্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানকে কমিয়ে দিয়ে অমানবিক অবস্থায় ঠেলে দেয় এবং জীবনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলির একাধিক দিককে প্রভাবিত করে।[৪] ফলস্বরূপ, আক্রান্ত জনগোষ্ঠী মানসিক আঘাত এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হন। স্থানচ্যুতি মানুষের মূলে আঘাত হানে। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জোরপূর্বক উচ্ছেদের চাপের মুখে পড়তে হয় মানুষকে। যখন মানুষকে তাদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা হয় তখন তারা কেবল তাদের বাড়িঘর বা কৃষিজমি নয়, মঠ-মন্দির, খেলার মাঠ, চারণভূমি, বন, জল সম্পদ ইত্যাদির মতো সাধারণ সামাজিক সম্পদও ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। তাই পুনর্বাসনের সময় তাদের সেইসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা উচিত যেগুলি তারা স্থানচ্যুতির কারণে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এই বিষয়ে এমন নিয়ম অবলম্বন করা উচিৎ, যেখানে মানুষকে তাদের স্থানচ্যুতির পূর্বের পরিস্থিতির মতো একই স্তর এবং জীবনযাত্রার মান অর্জনে সহায়তা করবে তাই নয়, তাদের কিছু অতিরিক্ত সুবিধাও দেওয়া উচিত যাতে স্থানচ্যুতির মানবিক মূল্যকে পূরণ করা যায়। পুনর্বাসন নিয়ে উদ্ভূত উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানচ্যুতিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। সংজ্ঞাটিতে ক্ষতিপূরণের নিয়ম পরিবর্তন এবং অ-আর্থিক পণ্যের গণনার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। প্রচলিত অধিকার এবং সাধারণ সম্পত্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকে স্বীকৃতি দেওয়াও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্থানচ্যুত মানুষদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য পুনর্বাসনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের পাশাপাশি জীবিকা পুনরুদ্ধারের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

## স্থানচ্যুতির প্রভাব:

উন্নয়নের ফলে প্রায়শই লক্ষ লক্ষ মানুষ জোরপূর্বক স্থানচ্যুত হয়েছে, অনেক সম্প্রদায় তাদের প্রাচীন মাতৃভূমি থেকে স্থানচ্যুত হয়েছে এবং সামাজিক সম্পর্ক ভেঙে পড়েছে। বেশিরভাগ সময়, স্থানচ্যুত লোকেরা এই পরিবর্তনের শিকার হয় এবং ফলস্বরূপ, তাদের ব্যক্তিগত অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার বিপন্ন হয়। স্থানচ্যুতি মানুষের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি সামাজিক ও মানসিক দুর্দশা দেখা দেয়। যখন মানুষকে জোর করে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে যায়।

Michael M. Cernea তার *"Impoverishment Risks and Reconstruction"* মডেলে তিনি স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য আটটি সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করেছেন। *"Impoverishment Risks and Reconstruction"* মডেলের লক্ষ্য হল জোরপূর্বক পুনঃস্থাপনের অন্তর্নিহিত দারিদ্র্যের ঝুঁকি এবং স্থানচ্যুতদের জীবিকা পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলি চিহ্নিত করা। তার এই দারিদ্র্যের ঝুঁকির প্রবণতাগুলি এবং সেই ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণের উপায়গুলি একত্রে "Impoverishment Risks and Reconstruction Model" এর প্রধান মাত্রা তৈরি করে।

| মাইকেল কার্ণিয়ার দারিদ্র্যতার ঝুঁকি এবং পুনর্গঠন মডেল | | | |
|---|---|---|---|
| ক্রমিক সংখ্যা | দারীদ্রতার ঝুঁকি | ক্রমিক সংখ্যা | পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা |
| ১ | ভূমিহীনতা | ১ | ভূমিভিত্তিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা |
| ২ | বেকারত্ব | ২ | পুনঃকর্মসংস্থানের সুযোগ |
| ৩ | গৃহহীনতা | ৩ | গৃহ পুনঃনির্মাণ |
| ৪ | প্রান্তিকীকরণ | ৪ | সামাজিক অন্তর্ভুক্তি |
| ৫ | খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা | ৫ | পর্যাপ্ত পুষ্টি |
| ৬ | বর্ধিত অসুস্থতা | ৬ | উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা |
| ৭ | সামাজিক বিচ্ছিন্নকরণ | ৭ | সম্প্রদায় পুনর্গঠন |
| ৮ | সাধারণ সম্পদ ও পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্নতা | ৮ | সাধারণ সম্পদ ও পরিষেবা পুনরুদ্ধার |

Michael M. Cernea তার *"Impoverishment Risks and Reconstruction"* মডেলে তিনি স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য আটটি সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করেছেন।[৫] এগুলি হল-

## ভূমিহীনতা:

জমি অধিগ্রহণ সেই মূল ভিত্তিকে সরিয়ে দেয় যার উপর ভিত্তি করে মানুষের উৎপাদন ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং জীবিকা নির্ভর করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমি চিরতরে হারিয়ে যায়, কখনও কখনও আংশিকভাবে জমির প্রতিস্থাপন করা হয় এবং খুব কম ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণরূপে জমি প্রতিস্থাপিত হয় বা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। স্থানচ্যুত মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানবসৃষ্ট মূলধন উভয়ই হারানোর কারণে তারা আর্থিক সংকট ও দারিদ্র্যতার সম্মুখীন হয়।[৬]

## বেকারত্ব:

গ্রামীণ ও শহুরে স্থানচ্যুতি উভয় ক্ষেত্রেই মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের ক্ষতি হয়। অনেক সময় চাকরি হারানো ব্যক্তিরা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, পরিষেবা কর্মী বা কারিগর হতে পারেন। অবস্থানগত স্থানান্তরের পরেও পুনর্বাসিতদের মধ্যে বেকারত্ব বা স্বল্প কর্মসংস্থান দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তাদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা কঠিন এবং এর জন্য যথেষ্ট বিনিয়োগ, নতুন সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকল্পের লভ্যাংশ ভাগ করে নেওয়ার উপর আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।[৭]

## গৃহহীনতা:

আবাসন ও আশ্রয় হারানো অনেকের জন্য অস্থায়ী হতে পারে, তবে কারও কারও কাছে এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা হিসাবে রয়ে যায় এবং পরিচয় হারানো এবং সাংস্কৃতিক দারিদ্র্য হিসাবে অনুভূত হয়। একই জনগোষ্ঠীর প্রতিবেশী পরিবারগুলি বাসস্থান হারানোর ফলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি এবং পারস্পরিক সহায়তার ধরণে প্রভাব পড়তে পারে। তাই বিচ্ছিন্নভাবে পুনর্বাসনের চেয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিবেশীদের দলগত পুনর্বাসন দেওয়ায় শ্রেয়।[৮]

## প্রান্তিকীকরণ:

যখন স্থানচ্যুত পরিবারগুলি অর্থনৈতিক ক্ষমতা হারায় এবং নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থানের দিকে সরে যায়, তখন প্রান্তিকীকরণ ঘটে। মধ্যম আয়ের পরিবারগুলি স্বল্প জমির মালিক হয়ে যায়, ছোট দোকানদার এবং

কারিগররা ব্যবসা হারায় এবং দারিদ্র্যের সীমার নিচে নেমে যায়। অর্থনৈতিক প্রান্তিককরণ প্রায়শই সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রান্তিকীকরণের সাথে জড়িত, যা সামাজিক অবস্থানের হ্রাস, পুনর্বাসিতদের নিজেদের এবং সমাজের প্রতি আস্থা হারানোর মধ্যে প্রকাশ পায়।[৯]

## বর্ধিত অসুস্থতা এবং মৃত্যুহার বৃদ্ধি:

জোরপূর্বক স্থানান্তরের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষদের অসুস্থতার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, কারণ এটি বর্ধিত চাপ ও মানসিক আঘাত। অনিরাপদ জল সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ফলে স্বাস্থ্যের মাত্রা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায় যা মহামারী সংক্রমণ, ডায়রিয়া, আমাশয় ইত্যাদির বিস্তার ঘটায় এবং বিশেষত শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে মৃত্যুর হার বাড়িয়ে তোলে।[১০]

## খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা:

জোরপূর্বক স্থানচ্যুতির ফলে স্বয়ংসম্পূর্ণতা কমে যায়, ভেঙে ফেলা হয় খাদ্য সরবরাহের জন্য স্থানীয় ব্যবস্থা, এবং এইভাবে লোকেদের দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ার ঝুঁকি বাড়ায়।[১১]

## সাধারণ সম্পত্তির অধিকার হারানো:

দরিদ্র কৃষকরা স্থানচ্যুতির ফলে তাদের সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সাধারণ সম্পত্তি বা সম্পদগুলি যেমন বন, জলাশয়, চারণভূমি, ইত্যাদি ব্যবহারের অধিকার হারায়। এই ধরনের ক্ষতি এবং জীবিকার অবনতি সাধারণত পরিকল্পনাবিদদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয় এবং ক্ষতি অপূরণীয় থেকে যায়।[১২]

## সামাজিক বিচ্ছিন্নতা:

সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক সংগঠন ধ্বংস, প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক, স্থানীয় সংগঠন ইত্যাদির বিচ্ছুরণ সামাজিক মূলধনের ব্যাপক ক্ষতি। এই ধরনের বিশৃঙ্খলা জীবনযাত্রাকে এমনভাবে দুর্বল করে দেয়, যা পরিমাপ করা হয় না এবং পরিকল্পনাকারীদের দ্বারা স্বীকৃত হয় না। এর ফলে ক্ষমতাহীনতা এবং আরও দরিদ্রতা দেখা দেয়।[১৩]

মাইকেল এম. কার্ণিয়া তার *"Impoverishment Risks and Reconstruction"* মডেলে তিনি স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের দারিদ্র্যতার ঝুঁকি দূর করার জন্য আটটি উপায়ের পরামর্শ দেয়। যেমন ভূমিহীনতা থেকে ভূমি-ভিত্তিক পুনর্বাসন, বেকারত্ব থেকে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা থেকে পর্যাপ্ত পুষ্টি, গৃহহীনতা থেকে গৃহ পুনর্নির্মাণ, বর্ধিত অসুস্থতা এবং মৃত্যুহার থেকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার উন্নতি, এবং সাধারণ সম্পদ ও সম্পত্তির বঞ্চনা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা থেকে সম্প্রদায় পুনর্গঠন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি করা ইত্যাদি।[১৪]

## ক্ষতিপূরণ (Compensation):

ক্ষতিপূরণ বলতে স্থানচ্যুত মানুষ অথবা প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ক্ষয়-ক্ষতি মেরামতের উদ্দেশ্যে গৃহীত নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপকে বোঝায়। সাধারণত, এখানে এককালীন অর্থপ্রদান, হয় নগদ টাকা বা অধিকৃত জমির পরিবর্তে জমি প্রদান। ক্ষতিপূরণকে নির্দিষ্ট জমি, সম্পত্তি এবং সম্পদের দখল থেকে স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পত্তির অধিকারের প্রত্যক্ষ পরিণতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সম্পত্তির অধিকার লঙ্ঘনের জন্য ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন, পর্যাপ্ত বা কমপক্ষে হারিয়ে যাওয়া সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্যের সমতুল্য। যাইহোক, সঠিক ক্ষতিপূরণ প্রায়শই এর অর্থনৈতিক মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন জনিত স্থানচ্যুতি এবং পুনর্বাসনের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরা পুনর্বাসিতদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারের হাতিয়ার হিসাবে

তথাকথিত ‘ক্ষতিপূরণ নীতি’-র ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, সমস্ত অনিচ্ছাকৃত স্থানচ্যুতদের নীতিগতভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত, যাতে তাদের পরিস্থিতি পুনরুদ্ধার করা যায় এবং একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমতি দেওয়া যায়। বিশ্বব্যাংক এবং বেশ কয়েকটি উন্নয়ন সংস্থার মতো আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য তহবিল সরবরাহকারী বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ক্ষতিপূরণ নীতির উপর জোর দিয়েছে। স্থানচ্যুতদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ বর্তমানে সমস্ত প্রকল্পের পুনর্বাসন পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। কিছু বিশেষজ্ঞ আবার লাভ-ক্ষতির হিসাবের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন। সাম্প্রতিককালে স্থানচ্যুতদের ক্ষতিপূরণ বেশ কিছু সমাজ বিজ্ঞানীর ক্রমবর্ধমান সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাইকেল এম. কার্ণিয়ার মতে, ক্ষতিপূরণের বর্তমান সমালোচনার দুটি স্তর রয়েছে “এর তত্ত্ব, অর্থনীতিতে ‘ক্ষতিপূরণ নীতি’-র প্রসঙ্গে; এবং এর অনুশীলন ‘ন্যায়সঙ্গত’ গণনা, বিতরণ এবং প্রভাবের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাগত প্রমাণের প্রসঙ্গে”।[১৫] হারিয়ে যাওয়া জমি, বাড়িঘর, সাধারণ সম্পত্তি ও সম্পদ এবং সামাজিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনীয়তা থেকে উদ্ভূত ক্ষতিপূরণকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। পুনর্বাসিতদের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতির জন্য ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্য, সেইসাথে এর ধরন এবং পরিমাণ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ সফল পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা নয়। ক্ষতিপূরণের অপ্রতুলতা প্রায়শই প্রান্তিককরণ এবং দারিদ্র্যের মূল কারণ হয়ে ওঠে।

Bogumil Terminaski তার *“Development* Induced Displacement and Resettlement: Causes, Consequences and Socio-Legal Context (2015)” গ্রন্থে ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্য, ধরন এবং পরিমাণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল-

## ক্ষতিপূরনের উদ্দেশ্য:

তার মতে ক্ষতিপূরনের উদ্দেশ্যগুলি হল- কার্যকারিতার বস্তুগত ও অদম্য ভিত্তির পুনর্গঠন, স্থানচ্যুত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি করা এবং পুনর্বাসিতদের অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ও সামাজিক প্রান্তিকীকরণের প্রক্রিয়া প্রতিরোধ করা।

## ক্ষতিপূরনের ধরন:

ক্ষতিপূরণের রূপটি সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার স্থিতিশীলতা এবং জীবনযাত্রার অবস্থার পুনরুদ্ধারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। ক্ষতিপূরণের রূপটি কেবল পুনর্বাসিত মানুষের ইচ্ছার উপরই নয়, তাদের অর্থনৈতিক মডেলের উপরও নির্ভরশীল হওয়া উচিত। বেশ কয়েকজন লেখক বাজার অর্থনীতির সাথে অপরিচিত ব্যক্তিদের নগদ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত বিপদগুলি তুলে ধরেছেন। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং শ্রম অভিবাসনের নিম্ন গতিশীলতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক মডেল (ভূমি ভিত্তিক অর্থনীতি) দ্বারা চিহ্নিত সম্প্রদায়ের জন্য জমির ক্ষতিপূরণ একটি পূর্ণ সমাধান বলে মনে হয়। যারা বাজারের অর্থনীতির সঙ্গে অপরিচিত, তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে জমি অনেক বেশি কার্যকর সমাধান বলে মনে হয়। অপরদিকে নগদ-ভিত্তিক অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের জন্য নগদ অর্থের ক্ষতিপূরণ সর্বোত্তম কৌশল বলে মনে হয়। এই ধরনের ক্ষতিপূরণ এমন লোকদের জন্য আরও কার্যকর বলে মনে হয় যারা অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত হতে চায় বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করতে চায় যার জন্য বড় প্রাথমিক মূলধনের প্রয়োজন হয়।

## ক্ষতিপূরনের পরিমাণ:

ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন বাসস্থানের জীবনযাত্রার মান দ্রুত পুনরুদ্ধার করা উচিত। তবে, মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলি প্রায়শই পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রকৃত বাজার মূল্যকে প্রতিফলিত করে না। ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়ে জাতীয় আইন প্রায়শই বেদখল সম্পদের বাজার মূল্যকে বিবেচনা করে, অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনগুলি প্রতিস্থাপনের মূল্যকে সমর্থন করে। উন্নয়ন প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত সম্পদের মূল্যায়নের জন্য সুসংহত মান প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। মূল্যায়ন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের স্বচ্ছ মান নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের অনেক অংশে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে ১০ থেকে ১৫ বছর বিলম্বিত হয়। এ ধরনের পরিস্থিতি প্রায়শই এশিয়ার দেশগুলি যেমন ভারত, বাংলাদেশ এবং নেপালে দেখা যায়।

## পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপন (Resettlement & Rehabilitation):

পুনর্বাসন (Resettlement) ও পুনঃস্থাপন (Rehabilitation)কে একই ধারণা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়, বরং এগুলিকে দুটি স্বতন্ত্র বাস্তবতা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। স্থানচ্যুত মানুষদের অবস্থানগত স্থানান্তরিত করার মধ্যে দিয়ে পুনর্বাসন অর্জন করা হয়। অন্যদিকে পুনঃস্থাপন হল স্থানচ্যুত এবং প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সার্বিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এর লক্ষ্য হল হারানো জীবিকা পুনরুদ্ধার এবং উন্নত করা, যেখানে অবস্থানগত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে মর্যাদার সাথে নতুন জীবন শুরু করার উপর জোর দেওয়া হয়। পুনর্বাসনের অভিমুখ হল অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, যেখানে পুনঃস্থাপনের লক্ষ্য হল স্থানচ্যুতির ফলে বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ করা।[১৬]

পুনর্বাসন, স্থানান্তরের একটি এককালীন ঘটনা। স্থানচ্যুত হওয়ার পর কেবল স্থানচ্যুত ব্যক্তিরা সাধারণত এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যান। অপরদিকে, পুনঃস্থাপন হল একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া যার মধ্যে রয়েছে মানুষের অবস্থানগত ও অর্থনৈতিক জীবিকা, তাদের সম্পদ, তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংযোগ এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির মনস্তাত্ত্বিক গ্রহণযোগ্যতা। পুনঃস্থাপন এমন একটি প্রক্রিয়া যা স্থানচ্যুত ব্যক্তি এবং প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উভয়ের জন্যই প্রয়োজন এবং এটি অবশ্যই অবস্থানগত স্থানচ্যুতি বা বঞ্চনার অনেক আগেই শুরু করতে হয়। এটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে স্থানচ্যুতি একটি বহুমাত্রিক ঘটনা, যার মধ্যে অবস্থানগত স্থানান্তর কেবল একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল। সর্বোত্তমভাবে স্থানচ্যুতদেরকে এমন একটি গোষ্ঠী হিসাবে দেখা হয় যাদের পুনর্বাসন এবং পুনঃস্থাপনের প্রয়োজন, ক্ষমতায়ন নয়।[১৭]

মানুষকে বসবাসের জন্য বিকল্প স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে বা পুনঃস্থাপনের নীতির পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি মাথায় রাখতে হবে-

১. স্থানচ্যুত সম্প্রদায়কে এমনভাবে পুনর্বাসিত করতে হবে যাতে তারা নিজেদের মতো করে জীবনযাপন করতে পারে। তাদের জীবিকার উৎস রক্ষা ও পুনরুদ্ধারের জন্য অবশ্যই প্রচেষ্টা করতে হবে।

২. একটি সম্প্রদায়ের স্থানচ্যুত মানুষদের একই এলাকায় পুনর্বাসিত করতে হবে যাতে তারা একসাথে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করতে পারে এবং নিজেদের সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ না করে।

৩. স্থানচ্যুত মানুষদের উন্নয়ন প্রকল্পের যথাযথ লভ্যাংশ পাওয়া উচিত। এছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

৪. যতটা সম্ভব নিকটতম এলাকায় পুনর্বাসন দেওয়া উচিত। যদি পার্শ্ববর্তী এলাকায় পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্কুল, হাসপাতাল এবং অন্যান্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধার মতো সমস্ত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত।

## উপসংহার:

উন্নয়নমূলক উদ্যোগের লক্ষ্য হল দেশের জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা। বড় আকারের উন্নয়ন কর্মসূচির ফলে প্রায়শই জনগণকে জোরপূর্বক স্থানচ্যুত করা হয়। মানুষের স্থানচ্যুতি সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। বাঁধ নির্মাণ, রেলপথ, শিল্প ও সড়কপথের মতো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এই ঘটনায় অবদান রেখেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, আমাদের দেশে সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি উদ্যোগ উভয়ের দ্বারা প্রকল্পগুলির উন্নয়ন বা নির্মাণের কারণে উল্লেখযোগ্য স্থানচ্যুতি ঘটেছে। আমাদের দেশের অগ্রগতির জন্য এই ধরনের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রকল্প রূপায়নকারী প্রশাসনকে অবশ্যই স্থানান্তরের সঙ্গে যুক্ত সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির দিকটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, অনেক প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, তা সে সরকারি হোক বা বেসরকারি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কল্যাণের চেয়ে আর্থিক লাভকে অগ্রাধিকার দেয়।

সফল পুনর্বাসনের বা পুনঃস্থাপনের জন্য স্থানচ্যুত মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিকভাবে স্থিতিশীল ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্যকরী সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনর্বাসন দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটি জটিল সম্পর্ক রয়েছে এবং এটি তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুস্থতার উপর একটি শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। মানুষকে তাদের উৎপত্তিস্থল থেকে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করার সময় এই সংযোগগুলিকে উপেক্ষা করা যায় না। গ্রামীণ সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতিনীতিগুলি পরিবেশের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ বন্ধনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত করে এবং তাই এই দিকগুলি যথাযথভাবে বিবেচনা না করে মানুষকে এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে পুনর্বাসিত করা দীর্ঘ সময়ের জন্য যন্ত্রণা ও সমস্যা তৈরি করে। সামাজিক ন্যায়বিচার, নৈতিক নীতি এবং স্থানচ্যুতদের অধিকারকে কেন্দ্র করে এমন একটি উন্নয়নমূলক নৈতিকতা গ্রহণ করা উচিত যা, ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের একটি দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে।

## তথ্যসূত্র:

১ Das, Lipishree, and Manoj Kumar Das. "Development-Induced Displacement and Resettlement in India." *Gender Dimensions of Displacement and Resettlement*, edited by Mamata Swain, SSDN Publishers, 2015, p. 178.

২ Pinto, Ambrose. "*Development Induced Displacement: Violation of Human Rights*." Vijaypur Press, 1999, p. 241.

৩ Advani, Mohan. "*Urbanization, Displacement and Rehabilitation*." Rawat Publications, 2009, pp. 25-28.

৪ Mello, Sergio Vieira De (2003). Guiding Principles on Internal Displacement. *International Review of the Red Cross*.pp.1-6, https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jpgl.htm. Accessed on 07.01.2026

৫ Cernea, Michael M. "Risks, Safeguards and Reconstruction: A Model for Population Displacement and Resettlement." *Economic and Political Weekly*, vol. 35, no. 41, 2000, p. 3663.

৬ ibid,

৭ ibid, p. 3664.

৮ ibid.

৯ ibid.

১০ ibid, p. 3665.

[১১] ibid.
[১২] ibid.
[১৩] ibid, p. 3666.
[১৪] ibid, p. 3667-3670.
[১৫] Terminaski, Bogumil. "*Development Induced Displacement and Resettlement: Causes, Consequences and Socio-Legal Context*", Ibidem Press,2015"
[১৬] Das & Das, op cit., p. 176-177.
[১৭] ibid.